Handout Number : 903

**Vietnamese Ambassador calls on Foreign Minister**

**and State Minister for Foreign Affairs**

Dhaka, March 10 :

The Vietnamese Ambassador to Bangladesh Pham Viet Chien today called on the Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen at his office in the Ministry of Foreign Affairs. Dr. Momen welcomed the newly appointed Ambassador and recalled the warm and friendly bilateral relations between Bangladesh and Vietnam.

Dr. Momen mentioned that Bangladesh and Vietnam are historically close to each other and both countries are bound by common culture, history and aspirations of people. He said that the common people of Bangladesh hold the freedom loving people of Vietnam and its legendary leader Ho Chi Minh in high esteem. The present Government attaches utmost importance to Bangladesh’s relations with Vietnam and is determined to take bilateral ties to a new height.

The Bangladesh Foreign Minister noted that as a non-permanent member of UN Security Council Member as well as the current chair of the ASEAN Vietnam stands to play a crucial role in resolving the Rohingya crisis. He requested Vietnam to initiate a process under the ASEAN framework for creating a civilian observer group who would monitor the return of the 1.1 million Rohingyas from Bangladesh to their homeland (Myanmar). The Myanmar Ambassador assured Bangladesh all out support on the Rohingya issue.

The Foreign Minister noted that Bangladesh-Vietnam two-way trade is not up to the actual potentials. He suggested that Vietnam can procure from Bangladesh some unconventional items such as bicycles, light engineering products, pharmaceuticals, agricultural products particularly jute and jute products. He sought Vietnam’s investments in the Special Economic Zones and Hi-tech Parks where attractive incentive packages are offered to the foreign investors. Dr. Momen pointed out that rate of return through investment in Bangladesh is one of the highest in the Asian region.

The Ambassador was highly appreciative of the tremendous development taking place in Bangladesh in the last one decade under leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. He noted that both countries have set similar development goal which is to become developed countries around the middle of the present century. He viewed that in attaining the development goals there is a scope for both countries to join hands and implement programmes together.

Earlier in the day, the Ambassador also called on the State Minister for Foreign Affairs Md. Shahriar Alam.

#

Tohidul/Mahmud/Sanjib/Salim/2020/2020 Hrs.

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯০২

**করোনা ভাইরাস নিয়ে ৩০ দেশের রাষ্ট্রদূতের সাথে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর জরুরি বৈঠক**

ঢাকা, ২৬ ফাল্গুন (১০ মার্চ) :

 আজ সন্ধ্যায় রাজধানীর বনানীতে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বাসভবনে বাংলাদেশে নিযুক্ত বিশ্বের ৩০টি দেশের রাষ্ট্রদূতের সাথে করোনা ভাইরাস নিয়ে এক জরুরি বৈঠক করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। তাঁর সভাপতিত্বে বৈঠকে আমেরিকা, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, ইটালি, ইরান, ভারতের রাষ্ট্রদূত-সহ মোট ৩০ জন রাষ্ট্রদূত উপস্থিত ছিলেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ এ সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন।

 বৈঠকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক করোনা ভাইরাসের ফলে বর্তমান সময়ে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ও পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রেখে এই ভাইরাস মোকাবিলায় একযোগে কাজ করার কথা তুলে ধরেন। এ সময় বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতগণ তাঁদের নিজ নিজ দেশের করোনা পরিস্থিতির সর্বশেষ তথ্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।

 আমেরিকা সরকারের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রদূত আর্ল রবার্ট মিলার এ সময় করোনা ভাইরাসে তাঁর দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি তুলে ধরেন এবং বাংলাদেশ-সহ অন্যান্য দেশের সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। আমেরিকার রাষ্ট্রদূত এ সময় বাংলাদেশ সরকারকে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় আগামী দুই দিনের মধ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদানেরও আশ্বাস দেন।

 চীন, ইরান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইটালি-সহ আক্রান্ত অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশের ভিসা আদান প্রদানে পরবর্তী করণীয় বিষয়ে রাষ্ট্রদূতগণ স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে উপস্থিত সকলকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহায়তা করা হবে বলে জানান। বিদেশি কূটনীতিক ও আগন্তুকদের সাথে করোনা ভাইরাস নিয়ে কোথায় কীভাবে যোগাযোগ করতে হবে সে বিষয়েও মন্ত্রী দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

 সভায় উপস্থিত সকল রাষ্ট্রদূত এ সময় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন ও একে অপরের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্কের ব্যাপারে একমত পোষণ করেন।

#

মাইদুল/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯০১

**সৌদি আরবে হজ যাত্রীদের সেবা দানে হজকর্মী নিয়োগে সহায়তা করবে ব্যাংকসমূহ**

 **-- ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ ফাল্গুন (১০ মার্চ):

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব এডভোকেট শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ বলেছেন, প্রতিবছর হজ মৌসুমে হজ অফিস, ঢাকাকে বিভিন্ন সামগ্রী সরবরাহ করে বিভিন্ন ব্যাংক সহায়তা করে আসছে। এ বছর মিনা, আরাফাহ ও মুজদালিফায় পাঁচ দিনের জন্য হজকর্মী নিয়োগের বিষয়ে ব্যাংকসমূহের পক্ষ হতে সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে।

আজ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত ২০২০ হজ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সুষ্ঠু ও সুন্দর হজ ব্যবস্থাপনায় হজ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ব্যাংকসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যকার হজ বিষয়ক আর্থিক লেনদেনে উন্নত হওয়ায় হজ ব্যবস্থাপনা উন্নত হচ্ছে। হজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে ব্যাংকসমূহকে আরো সতর্ক ও আন্তরিক হয়ে সেবা প্রদান করতে হবে।

সভায় সিদ্ধান্ত হয় প্রাক নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর ২ মাস অন্তর অন্তর আদায়কৃত অর্থ লিড ব্যাংক তথা সোনালী ব্যাংকে স্থানান্তর করা হবে। সভায় জানানো হয়, ২ মার্চ ২০২০ থেকে এ বছরের হজযাত্রী নিবন্ধন চলছে। ৭৮৮টি হজ এজেন্সি নিবন্ধনের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে হজযাত্রীরা টাকা জমা প্রদান করছেন। দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতির কারণে জমাকৃত টাকার নিরাপত্তার স্বার্থে যেন কোনো এজেন্সি হজ কার্যক্রম ব্যতীত অন্য কোনো কাজে যেন টাকা উত্তোলন করতে না পারে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় ২০২০ সালে বেসরকারি হজযাত্রীর নিবন্ধনের জমাকৃত অর্থ থেকে বিমান টিকেটের গত বছরের ন্যায় সরাসরি এয়ারলাইন্স বরাবর পে-অর্ডারের মাধ্যমে ছাড় ব্যতীত অন্যভাবে প্রদান করা যাবে না এবং সার্ভিস চার্জ বাবদ জমাকৃত অর্থও এবছর সংশ্লিষ্ট খাতে IBAN এর মাধ্যমে প্রেরণ ব্যতীত অন্যভাবে প্রদান করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সভায় ২০১৯ সালে যে সকল হজযাত্রী টাকা জমা দেওয়ার পরও হজে গমন করেননি এবং তাদের জন্য বিমানের টিকিট ক্রয় করা হয়নি সে সকল হজযাত্রীদের বিমান টিকিটের অব্যবহৃত অর্থ স্ব-স্ব এজেন্সির আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁদেরকে ফেরত প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত সচিব (হজ) এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী, অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা) মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দার, হজ এজেন্সিজ এসোসিয়েশন অভ্‌ বাংলাদেশ (হাব) এর সভাপতি এম শাহাদাত হোসাইন তসলিম। মতবিনিময় সভায় ৩৪টি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

#

আনোয়ার/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯০০

**শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার অনুরোধ**

ঢাকা, ২৬ ফাল্গুন (১০ মার্চ) :

 করোনা ভাইরাসের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হয়েছে মর্মে একটি মহল গুজব ছড়াচ্ছে বলে সতর্ক করে শিক্ষা মন্ত্রাণালয় এই বিষয়ে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে।

 শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আজ জানানো হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার বিষয়ে এখনও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোনো রকমের সিদ্ধান্ত নেয়নি। মন্ত্রণালয় আইইডিসিআর এর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে। বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

#

খায়ের/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২০২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮৯৯

**বাংলাদেশ হবে পরিকল্পিত নগরীর দেশ**

 **-- গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ ফাল্গুন (১০ মার্চ):

গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেছেন, ২০৪১ সালের অনেক আগেই বাংলাদেশ হবে পরিকল্পিত নগরীর দেশ।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকার সেগুনবাগিচায় জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিদর্শন শেষে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় একথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন তার যোগ্য উত্তরসূরী তারই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে চলেছেন। তার যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গত দশ বছরে দেশের অন্যান্য খাতের ন্যায় আবাসন খাতেও ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। পরিকল্পিত নগরায়ন এ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে পরিকল্পিত নগরায়নের বিকল্প নেই। আর এর জন্য প্রয়োজন সকলের ঐকান্তিক প্রচেস্টা ও সম্মিলিত প্রয়াস। সকলে মিলে একসাথে কাজ করলে কাঙ্ক্ষিত সময়ের আগেই  লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে।

লক্ষ্য অর্জনে সবাই ব্যক্তিস্বার্থ পরিহার করে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে কাজ করবে, প্রতিষ্ঠান দু’টির সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর প্রতি এই আহ্বান রেখে প্রতিমন্ত্রী সকল কাজে তাদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন।

#

রেজাউল/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮৯৮

**করোনা ভাইরাস কোন আতঙ্ক নয়**

 **-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ ফাল্গুন (১০ মার্চ):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী  বলেছেন, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে স্থল, নৌ ও বিমান যে-পথই হোক না কেন, সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে। স্বাস্থ্যগত পরীক্ষা করে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। করোনা ভাইরাসের বিষয়ে কোনো তথ্য গোপন করা হচ্ছে না। মিডিয়াকে সবকিছু জানানো হচ্ছে। মোংলা বন্দরে আগত জাহাজে করোনা ভাইরাস সন্দেহে পর্যবেক্ষণে থাকা তিনজনের দেহে করোনা ভাইরাসের কোনো লক্ষণ পাওয়া যায়নি; জাহাজটি ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

আজ ঢাকার কদমতলী থানাধীন মুন্সিখোলাঘাটে ছয়টি ভারী জেটির নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ফিরিয়ে এনে  ঢাকাকে আবাসযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য কাজ করা হচ্ছে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)  ঢাকার চারপাশের নদীর দখল ও দূষণরোধে কাজ করে যাচ্ছে।

খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, নদীর তীরে জেটিগুলো নির্মিত হলে নৌপথে পরিকল্পিতভাবে পণ্য উঠনামা করা যাবে। নদী তীর দখলরোধে নির্মিত ওয়াকওয়ে (পায়ে হাটার পথ) ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বরং দখল ও দূষণ বন্ধ হবে।

এ সময় সংসদ সদস্য সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা,  সাবেক সংসদ সদস্য এডভোকেট সানজিদা খানম, বিআইডব্লিউটিএ’র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক এবং প্রকল্প পরিচালক নুরুল আলম উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৯৭

আদালতের রায় অনুযায়ী বিএনপি’রও ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেয়া উচিত

 - তথ্যমন্ত্রী

ঢাকা, ২৬ ফাল্গুন (১০ মার্চ) :

 আদালতের রায় অনুযায়ী বিএনপি’রও ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ ।

 আজ দুপুরে ঢাকায় সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ‘জয় বাংলাকে জাতীয় স্লোগান হিসেবে গ্রহণ করে সবাই যাতে জয় বাংলা স্লোগান দেয় সেজন্যই মহামান্য হাইকোর্ট একটি রায় দিয়েছে। এই কাক্সিক্ষত রায়কে আমরা স্বাগত জানাই।’

 ‘জয় বাংলা’ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্লোগান, ‘জয় বাংলা’ কোন দলের স্লোগান নয় উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, মুক্তিযুদ্ধ এবং আমাদের স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রাম সবক্ষেত্রেই স্লোগান ছিল ‘জয় বাংলা’। সুতরাং এই স্লোগান দিতে যাদের লজ্জা লাগে হাইকোর্টের রায়ের পর আমি আশা করবো সেই লজ্জা আর থাকবে না। হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী বিএনপি-সহ তাদের সবারই এখন জয় বাংলা স্লোগান দেয়া উচিত।

**‘করোনা’ নিয়ে রাজনীতি নয়**

 ‘মুজিববর্ষে বিদেশিরা আসতে চায়নি বলে সরকার দেশে করোনা শনাক্তের ঘোষণা দিয়েছে’- বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুলের এহেন মন্তব্য খণ্ডন করে মন্ত্রী বলেন, ‘বিশ্বনেতারা মুজিববর্ষের অনুষ্ঠানে আসার সম্মতি দিয়েছিলেন এবং নিশ্চিত করেছিলেন। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ভারতের মান্যবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফর নিশ্চিত মর্মে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। যেদিন মুজিববর্ষ উদযাপন জাতীয় কমিটি বেশি জনসমাগমের অনুষ্ঠানগুলো আপাতত পরিহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিয়েছিল, সেদিনও ভারতের পক্ষ থেকে সফরের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছিল। আমাদের সরকার, দল ও সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠন-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী জনস্বার্থের কথা চিন্তা করে বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে এবং বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হবার পর সেই অনুষ্ঠানগুলো সংকুচিত এবং পুনর্বিন্যাস করার নির্দেশনা দেন, কোনো অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়নি।’

 মন্ত্রী এ সময় করোনা নিয়ে অযথা আতঙ্ক পরিহারের বিষয়ে বলেন, ‘কিছু পত্র-পত্রিকা করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে, যা না করার জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ জানাবো। বাংলাদেশে তেমন আতঙ্ক ছড়ানোর মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। সরকার এই করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় বহু আগে থেকে নানাবিধ পদক্ষেপ নিয়েছে।

 ‘অন্যদিকে একটি অসাধু মহল মাস্ক, হ্যান্ডওয়াশ ও ক্লিনিক মেটেরিয়ালসের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে, যে বিষয়ে সরকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে এবং সরকার তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে’ জানিয়ে ড. হাছান বলেন, করোনা ভাইরাস নিয়ে রাজনীতি, আতঙ্ক ছড়ানো বা মুনাফা লোটা কোনভাবেই সমীচীন নয়।

#

আকরাম/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৯৬

**দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস পালিত**

**ঢাকা, ২৬ ফাল্গুন (১০ মার্চ) :**

 প্রতিবছরের ন্যায় এবারও সারা দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস । এবারের প্রতিপাদ্য ‘দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে পূর্বপ্রস্তুতি, টেকসই উন্নয়নে আনবে গতি’।

 আজ ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ শাহ কামাল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

 প্রতিমন্ত্রী  বলেন, সারা বিশ্বে দুর্যোগ সহনীয় জাতি হিসেবে বাংলাদেশ এখন রোল মডেল। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন বাংলাদেশ সফরকালে বলেছেন, দুর্যোগ কিভাবে মোকাবিলা করতে হয় তা বাংলাদেশের কাছে সারা বিশ্বের শেখার আছে। ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ একটি অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ঝুঁকির পরিমাণ আরো বেড়ে গেছে । দুর্যোগ কখনো বলে কয়ে আসে না ,কিন্তু দুর্যোগ মোকাবিলায় পূর্ব প্রস্তুতি থাকলে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস ও ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব । তাই দুর্যোগ মোকাবিলায় পূর্ব প্রস্তুতির ওপর অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে কার্যক্রম শুরু করেছে মন্ত্রণালয়। অগ্নিকাণ্ড ও ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে মানুষজনকে সচেতন করতে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সারা বছরই দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মহড়ার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, সারা দেশে যেসব এলাকায় পুরাতন ভবন ও স্থাপনা রয়েছে সেগুলোকে ভূমিকম্প সহনীয় করে গড়ে তুলতে জাপান সরকার ও জাইকার কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। দেশের স্থপতি ও প্রকৌশলীদের জাপানে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে যেন তারা বড় ও মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প সহনীয় ভবন ও স্থাপনা নির্মাণে কাজ করতে পারেন।

 অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এ বি তাজুল ইসলাম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ মহসিন এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের মহাপরিচালক।

 এর পর প্রতিমন্ত্রী জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন দুর্যোগে কাজ করে এরূপ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্টল পরিদর্শন করেন।

#

সেলিম/মাহমুদ/রফিকুল /রেজাউল/২০২০/১৮৩৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৯৫

**বঙ্গবন্ধুর প্রশ্নে আপস না করার শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে হবে**

 **- পানি সম্পদ উপমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ ফাল্গুন (১০ মার্চ) :

 আগামী প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার আহ্বান জানিয়ে পানি সম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম বলেছেন, বাংলাদেশের প্রতিটি ধুলিকণার সাথে বঙ্গবন্ধুর নাম মিশে আছে। আগামী প্রজন্ম বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতা ও বাংলাদেশের প্রশ্নে যেন কোনো আপস না করে সেই শিক্ষা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে।

 আজ জাতীয় প্রেসক্লাবের মাওলানা আকরাম খাঁ মিলনায়তনে স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদ (স্বাশিপ) আয়োজিত ‘মুজিব মানে বাংলাদেশ’ শীর্ষক আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 ‘মুজিব বর্ষেই হোক-শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণের স্বপ্ন পূরণের’ প্রতিপাদ্যে অনুষ্ঠিত সভায় উপমন্ত্রী শামীম আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু শুধু স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নই দেখেন নি, বরং সোনার বাংলা গঠনের স্বপ্ন দেখতেন। তাই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়নে শিক্ষা কমিশন গঠন, অবৈতনিক শিক্ষা-সহ নানা যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

 প্রফেসর ড. আব্দুল মান্নান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন মোহাম্মদ নাসিম, এমপি, প্রেসিডিয়াম সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো ছিলেন অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান, উপাচার্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান আলম সাজু, সাধারণ সম্পাদক, স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদ।

#

আসিফ/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৯৪

**২২-২৫ মার্চ জাতীয় স্মৃতিসৌধের অভ্যন্তরে সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষেধ**

ঢাকা, ২৬ ফাল্গুন (১০ মার্চ) :

 মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২০ উদ্যাপন উপলক্ষে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য আগামী ২২ থেকে ২৫ মার্চ সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধের অভ্যন্তরে সর্বসাধারণের প্রবেশ বন্ধ থাকবে।

 ২৬ মার্চ প্রত্যুষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ স্মৃতিসৌধ ত্যাগ না করা পর্যন্ত জাতীয় স্মৃতিসৌধে সর্বসাধারণের প্রবেশ বন্ধ থাকবে।

জাতীয় স্মৃতিসৌধের ফুলের বাগানের ক্ষতিসাধন না করার আহ্বান

 মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্যাপন উপলক্ষে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণকালে স্মৃতিসৌধের ফুলের বাগান বা লনের যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সে বিষয়ে সর্বসাধারণকে সচেতন থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

#

আলামীন/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০১৯/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৯৩

**শ্রমনির্ভর থেকে প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে**

 **-- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

**সিলেট, ২৬ ফাল্গুন (১০ মার্চ) :**

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, সরকার দেশকে শ্রমনির্ভর অর্থনীতি থেকে প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতিতে পরিণত করতে বিভিন্ন কার্যকর কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তরুণ প্রজন্মকে কারিগরি ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষায় শিক্ষিত করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে হাই-টেক পার্ক ও আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশে বর্তমানে ২৮ টি হাই-টেক পার্কের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া ৮টি  শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি জেলায় হাই-টেক পার্ক ও শেখ কামাল ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে। এর মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে গ্রামে বসেই নিজেরাই নিজেদের কর্মসংস্থান করতে পারবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

 প্রতিমন্ত্রী আজ সিলেট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্কে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার প্রকল্পের উদ্যোগে ‘প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক এর ভূমিকা’ শীর্ষক সেমিনারে সভাপতির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ।

 অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা বেগম, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সিলেটের উপাচার্য ফরিদ উদ্দিন আহমেদ এবং সিলেট বিভাগীয় কমিশনার মশিউর রহমান।

 এর আগে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী এবং আইসিটি প্রতিমন্ত্রী সিলেট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্কের চলমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করেন। এছাড়া মন্ত্রীদ্বয় অনুষ্ঠানে শেখ কামাল আইটি সেন্টারে গ্রাফিক্স ডিজাইন ই-কমার্স বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন।

#

শহিদুল/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৭২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮৯২

**করোনার তথ্য জানাতে বাড়ানো হয়েছে হটলাইন নম্বর**

**১৬২৬৩ নম্বরেও জানা যাবে তথ্য**

ঢাকা**,** ২৬ ফাল্গুন (১০ মার্চ):

 করোনা ভাইরাস থেকে সৃষ্ট রোগ কোভিড-১৯ সম্পর্কিত তথ্য জানাতে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) নিয়মিত চারটি হটলাইন নম্বরের পাশাপাশি আরো আটটি নম্বর যোগ করা হয়েছে। একই সঙ্গে স্বাস্থ্য অধিদফতরের ১৬২৬৩ নম্বরেও কল করে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত তথ্য জানা যাবে।

 নতুন যোগ করা হটলাইন নম্বরগুলো হচ্ছে : ০১৪০১১৮৪৫৫১, ০১৪০১১৮৪৫৫৪ ০১৪০১১৮৪৫৫৫, ০১৪০১১৮৪৫৫৬, ০১৪০১১৮৪৫৫৯, ০১৪০১১৮৪৫৬০, ০১৪০১১৮৪৫৬৩ ও ০১৪০১১৮৪৫৬৮। পূর্বের নম্বরগুলো হচ্ছে : ০১৯২৭৭১১৭৮৪, ০১৯২৭৭১১৭৮৫, ০১৯৩৭০০০০১১, ০১৯৩৭১১০০১১।

 বিদেশফেরত বাংলাদেশিদের ১৪ দিন বাড়িতে অবস্থানের পরামর্শ দিয়েছে আইইডিসিআর। কোয়ারেন্টাইনের এই ১৪ দিন বাড়িতে অবস্থানের ক্ষেত্রে তাদের স্বজনদেরও সচেতন থাকতে হবে। বিদেশ ফেরতদের স্বজন, বাড়িওয়ালাসহ সবার সহযোগিতা কামনা করছে সরকার।

 আইইডিসিআর জানিয়েছেন, যারা আক্রান্ত দেশ থেকে ভ্রমণ করে এসেছেন এবং যাদের মধ্যে করোনার লক্ষণ- জ্বর, কাশি, গলাব‌্যাথা বা শ্বাসকষ্টের উপসর্গ রয়েছে, তারা যেনো হটলাইনে যোগাযোগ করেন।

 সাধারণ লক্ষণ উপসর্গ নিয়ে সরাসরি না এসে বাসায় থেকেই হট লাইনে যোগাযোগ করে চিকিৎসা পাওয়া যাবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন থাকাই এই ভাইরাস প্রতিরোধের সর্বোত্তম পন্থা।

#

পরীক্ষিৎ/মামুন/জসীম/শামীম/২০২০/১৬২৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৯১

**হ্যান্ড স্যানিটাইজারের মূল্য নির্ধারণ**

**একজনের কাছে একটির বেশি বিক্রি নয়**

**ঢাকা, ২৬ ফাল্গুন (১০ মার্চ) :**

 কোনো ব্যক্তির কাছে একটির বেশি হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিক্রি করা নিষেধসহ দেশে উৎপাদনকারী সাত ওষুধ কোম্পানির হ্যান্ড স্যানিটাইজারের মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছে ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর।

 উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে অধিদফতর এই মূল্য নির্ধারণ করে। গতকাল ওষুধ প্রশাসন অধিদফতরের মহাপরিচালক স্বাক্ষরিত এ সম্পর্কিত এক গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

 সাতটি কোম্পানির কথা উল্লেখ করে ওই বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়েছে, পর্যাপ্ত পরিমাণে হ্যান্ড স্যানিটাইজার উৎপাদন হচ্ছে। নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে বিক্রি করা হলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া একজন ব্যক্তির কাছে একাধিক হ্যান্ড স্যানিটাইজ বিক্রি না করার জন্য বলা হয়েছে।

 গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মেসার্স এস কে এফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড হ্যান্ডিরাব সল্যুশন ৫০ মিলিলিটার বিক্রি করবে ৪০ টাকায়, ১০০ মিলিলিটার বিক্রি করবে ৫২ টাকায় আর ২০০ মিলিলিটার করবে ১০০ টাকায়।

 মেসার্স অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাট্রিজ লিমিটেড (এসিআই) হেক্সাসল হ্যান্ড রাব (ডিসপেনসারসহ) ৫০০ মিলিলিটার বিক্রি করবে ২১৫ টাকা ৬৫ পয়সায়, ২৫০ মিলি বিক্রি করবে ১৪০ টাকা ৪২ পয়সায়। হেক্সাসল হ্যান্ড রাব ২৫০ মিলি (বোতল) বিক্রি করবে ১৩০ টাকা ৩৯ পয়সায়, ৫০০ মিলির বোতল বিক্রি করবে ১৯৬ টাকা ৩৩ পয়সায়, ৫০ মিলির বোতল বিক্রি করবে ৪০ টাকা ১২ পয়সা। ক্লিনজেল হ্যান্ড স্যানিটাইজার ১০ মিলি বিক্রি করবে ১০ টাকা ও ৫০ মিলি বিক্রি করবে ১০০ টাকায়।

 মেসার্স ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড স্যানিস্ক্রাব স্কিন ক্লিনজার ২৫০ মিলি বিক্রি করবে ৩০০ টাকায়, স্যানিককর্ড জেল ছয় গ্রামের টিউব বিক্রি করবে ৫০ টাকায়, স্যানিটাইজার হ্যান্ড রাব ২৫০ মিলি বিক্রি করবে ১৩০ টাকায়, ৫০ মিলি বিক্রি করবে ৪০ টাকায়।

 মেসার্স জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড হ্যান্ডিওয়াশ সলিউশন ৫০ মিলির বোতল বিক্রি করবে ৪০ টাকায় আর ২৫০ মিলির বোতল বিক্রি করবে ১৩০ টাকায়।

 মেসার্স গ্রিনল্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড হ্যান্ডস্কাব ২৫০ মিলি বিক্রি করবে ২৫০ টাকায়, হ্যান্ডিসোল ২৫০ মিলি বিক্রি করবে ১৩০ টাকায়, ১২৫ মিলি বিক্রি করবে ৭০ টাকায় ও ৫০ মিলি বিক্রি করবে ৪০ টাকায়।

 মেসার্স স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড জারমিসল হ্যান্ড রাব (পাম্প ও ডিসপেনসারসহ) ২০০ মিলিলিটার বোতল বিক্রি করবে ১৪০ টাকা ৪২ পয়সা, জারমিসল হ্যান্ড রাব (ওয়াসারসহ) ২০০ মিলির বোতল বিক্রি করবে ১৩০ টাকা ৩৯ পয়সায় ও জারমিসল হ্যান্ড রাব ৫০ মিলির বোতল বিক্রি করবে ৪০ টাকায়।

 মেসার্স অপসোনিন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড কেভিরাব হ্যান্ড রাব ৫০ মিলির বোতল বিক্রি করবে ৪০ টাকায়, ২৫০ মিলির বোতল ১০৫ টাকা ৭২ পয়সায় ও ৫০ মিলির বোতল ৩১ টাকা ২২ পয়সায়।

#

পরীক্ষিৎ/মামুন/জসীম/আসমা/২০২০/১৬২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮৯০

**মাতারবাড়ি বন্দর উন্নয়নসহ একনেকে ৯ টি প্রকল্প অনুমোদন**

সিলেট**,** ২৬ ফাল্গুন (১০ মার্চ):

 নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাতারবাড়ি বন্দর উন্নয়নসহ ৯টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)। প্রকল্পগুলোর মোট ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ২৪ হাজার ১১৩ কোটি ২৭ লাখ টাকা।

প্রধানমন্ত্রী এবং একনেক-এর চেয়ারপারসন শেখ হাসিনা-এর সভাপতিত্বে আজ রাজধানীর শেরে বাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

 অনুমোদিত অন্যান্য প্রকল্পসমূহ হলো: সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের ২টি প্রকল্প যথাক্রমে ‘লেবুখালী-রামপুর-মির্জাগঞ্জ সংযোগ সড়ক নির্মাণ’ প্রকল্প; এবং ‘কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালাইয়া সড়কের ১৭তম কিলোমিটারে (জেড ৮০৫২) পায়রা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ’ প্রকল্প; গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ২টি প্রকল্প যথাক্রমে ‘স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের (এসএসএফ) ফায়ারিং রেঞ্জের আধুনিকায়ন’ প্রকল্প; এবং ‘জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা কার্যালয়ের ২০ তলা ভিতবিশিষ্ট ২টি বেইজমেন্টসহ ১০ তলা (সংশোধিত ২০ তলা) প্রধান কার্যালয় নির্মাণ কাজ (২য় সংশোধিত)’ প্রকল্প; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের “পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন’ প্রকল্প; কৃষি মন্ত্রণালয়ের ‘বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)’ প্রকল্প; পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ‘জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন পাকেরদহ ও বালিজুরি এবং বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন জামথল এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা’ প্রকল্প এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ‘ঢাকা স্যানিটেশন ইমপ্রুভমেন্ট’ প্রকল্প।

 অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, কৃষিমন্ত্রী মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম, শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি, শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক, বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন, ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীবর্গ সভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

সভায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, এসডিজি’র মুখ্য সমন্বয়ক, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সচিব এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শাহেদ/পরীক্ষিৎ/মামুন/জসীম/শামীম/২০২০/১৫১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮৮৯

**সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে ডিজিটাইজড করা হবে**

 **-আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

সিলেট**,** ২৬ ফাল্গুন (১০ মার্চ):

 তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা সহজতর করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), রোবটিক্স, বিগ ডাটাসহ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে ডিজিটাইজড করা হবে। এতে রোগীরা সহজেই স্বাস্থ্যসেবা পাবে। এই প্রযুক্তিনির্ভর হেলথ সিস্টেম চালু করা হলে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা, হয়রানি, দুর্নীতিমুক্ত ও অর্থসাশ্রয়ী হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

 প্রতিমন্ত্রী আজ সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মিলনায়তনে ডিজিটাল সিলেট সিটি প্রকল্পের আওতায় ‘হসপিটাল হেল্থ ম্যানেজমেন্ট অটোমেশন’ বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 স্বাস্থ্যসেবা জনগণের মৌলিক অধিকারের মধ্যে একটি উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সাধারণ জনগণ যাতে সহজেই উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পায় এ লক্ষ্যে ডিজিটাল সিলেট সিটি প্রকল্পের আওতায় সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ‘হসপিটাল হেলথ ম্যানেজমেন্ট অটোমেশন’ সিস্টেম উন্নত করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এই সিস্টেমে হাসপাতালে আগত সকল নাগরিকের ই-হেলথ রেকর্ড থাকবে। যার ফলে রোগীর পূর্বের সকল তথ্য ডাটা বেইজে সংরক্ষণ করা হবে। রোগীকে কি কারণে কোন ঔষধ প্রদান করা হয়েছিল কোন মেডিকেলে পরীক্ষা করা হয়েছিল তার সকল তথ্যাদি সংরক্ষিত থাকবে। ফলে খুব সহজেই তার পূর্বের রোগের ইতিহাস পর্যালোচনাপূর্বক চিকিৎসা প্রদান করা সম্ভব। প্রতিমন্ত্রী বলেন, এই পাইলট প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তাবয়িত হলে দেশের সকল নাগরিকদের হেলথ রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য পর্যায়ক্রমে প্রতিটি হাসপাতালে এ সিস্টেম চালু করা হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় সফট্‌ওয়্যার পরিচালনার জন্য হাসপাতালে প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হবে। সিলেটের এই হাসপাতালে ‘হসপিটাল হেলথ ম্যানেজমেন্ট অটোমেশন’ সিস্টেম সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হলে দেশের অন্যান্য হাসপাতালে এ পদ্ধতি চালু করা হবে। এর ফলে একজন রোগী যেকোন হাসপাতালেই তার নিজস্ব ই-হেলথ রেকর্ড এর মাধ্যমে সেবা নিতে পারবেন।

 সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ ইউনুছুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ডিজিটাল সিলেট সিটি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ মহিদুর রহমান খান এবং হাসপাতালের বিভিন্ন চিকিৎসকগণ উপস্থিত ছিলেন ।

#

শহীদুল/পরীক্ষিৎ/মামুন/জসীম/শামীম/২০২০/১৬২৪ ঘণ্টা